PANI SAMPAD BARTA

ISSN 1607-9841

এলজিইডি

পানি সম্পদ বার্তা

এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ত্রৈমাসিক বুলেটিন
Quarterly Bulletin of the Integrated Water Resources Management Unit of LGED

সংখ্যা ২৯, এপ্রিল -জুন ২০০৯
ISSUE 29, April - June 2009

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলাধীন বাঘাবিল উপপ্রকল্প হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পাবসস সভাপতি মোঃ দুলাল উদ্দিন (বামে), নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোল্লা আবুল বাশার ও উপজেলা চেয়ারম্যান এডভোকেট ইকবাল আহমেদ চৌধুরী (ডানে)।

শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে 'বাঘাবিল বন্যা ব্যবস্থাপনা উপ-প্রকল্প' হস্তান্তর অনুষ্ঠান

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলাধীন বাঘাবিল উপপ্রকল্পটি (এসপি২৫২১১) গত ১৭ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে বাঘাবিল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিঃ এর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। এ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি। সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ দুলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হস্তান্তর অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন সম্পাদক মোঃ আরজুমন্দ। মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতির ফলে উপ-প্রকল্পের উপকারভোগী জনগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। প্রধান অতিথি মহোদয়ের উপস্থিতিতে এলজিইডি'র পক্ষে সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোল্লা আবুল বাশার ও পাবসসএর পক্ষে পাবসস সভাপতি হস্তান্তর দলিলে স্বাক্ষর করেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর বক্তব্যে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগকে প্রশংসনীয় বলে অভিহিত করে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এ ধরণের উদ্যোগের ফলে উপপ্রকল্পটি টেকসই হবে এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সভায় নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, উপপ্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে এলাকাটিতে একমাত্র বোরো ধানের আবাদ হতো। এ ফসলটিও আবার প্রায়শই আগাম বা আকস্মিক বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। বর্ষা মৌসুমে এলাকাটি অতিবৃষ্টি ও কুশিয়ারা নদীর বন্যায় জলাবদ্ধ হয়ে পড়তো। বন্যার প্রকোপ থেকে বোরো ফসল রক্ষা করা ও শুষ্ক মৌসুমে পরিপূরক সেচের মাধ্যমে সবজিসহ অন্যান্য ফসল আবাদের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাঁধ পুনঃনির্মাণসহ বাঘা খালে রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে উপপ্রকল্প এলাকার ৬৭৫ হেক্টর জমির মধ্যে ৬২৫ হেক্টর জমি সরাসরি উপকৃত হবে। সভায় আরো জানানো হয় যে, ১৫৯ জন মহিলাসহ সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৪৭৩ জন। পাবসস তার নিজস্ব তহবিল থেকে ৩১ জন মহিলাসহ মোট ৫৮ জন সদস্যের মাঝে এ পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপজেলা চেয়ারম্যান এডভোকেট ইকবাল আহমেদ চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব নাজমুল আবেদিনসহ উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, পাবসস সদস্যবৃন্দ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অন্যান্য পাতায়

শিয়ালীছড়া পানি সংরক্ষণ উপপ্রকল্প হস্তান্তর, অগ্রণী গন্ধব্যপুর সেচ উপপ্রকল্প হস্তান্তর, সম্পাদকীয়, কৃষি, মৎস্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থানসহ দারিদ্র্য হ্রাসকরণে ভূমিকা, যৌথ পর্যালোচনা মিশনের পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প পরিদর্শন, নেপালী দলের বাংলাদেশ সফর, ধান ক্ষেতে মাছ চাষ, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপপ্রকল্পের পুনর্বাসন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি প্রকল্প, গবাদি পশু ও হাঁসমুরগি পালন প্রশিক্ষণ, হিয়ালার বিল পাবসস-এর দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম, হারোল বিল উপপ্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর, ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ, জানিগাঁও-পৈন্দা পাবসসএর ঋণ বিতরণ, শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান ও বৃক্ষ রোপন, ওএন্ডএম কৌশল প্রণয়ন কর্মশালা।

শিয়ালীছড়া পানি সংরক্ষণ উপ-প্রকল্প হস্তান্তর

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় নির্মিত শিয়ালীছড়া (গোয়াইনঘাট, সিলেট) উপপ্রকল্পটি গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে পাবসস এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। পাবসস সভাপতি জনাব হারিছ মিয়ার সভাপতিত্বে হস্তান্তর অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক। সিলেট-৪ আসনের মাননীয় সাংসদ জনাব ইমরান আহমদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় সাংসদ উপপ্রকল্পের সাফল্য কামনা করে সুফলভোগীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সাধুবাদ জানান। এলজিইডি, সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, গোয়াইনঘাট অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রতি বছর অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এ এলাকার উন্নয়ন সাধনে শিয়ালীছড়া খাল পুনঃখনন, খালের পাড় বেঁধে উঁচু করা এবং পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। ফলে উপপ্রকল্প এলাকার ২৩৬ হেক্টর আবাদি জমির মধ্যে ১৫৫ হেক্টর সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। ১০৫ জন মহিলাসহ সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩০৪। এর মাঝে ৩৩ জন মহিলা ও ৯৬ জন পুরুষ সদস্যকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

অগ্রণী গন্ধব্যপুর সেচ উপ-প্রকল্প হস্তান্তর

গত ১২ এপ্রিল, ২০০৯ ইং তারিখ দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় লক্ষীপুর সদর উপজেলাধীন অগ্রণী গন্ধব্যপুর সেচ উপপ্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ অগ্রণী গন্ধব্যপুর পাবসস লিঃ এর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। পাবসস সভাপতি জনাব নিজামউদ্দির ফারুকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হস্তান্তর অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক জনাব আবু মোঃ সাহরিয়ার ও নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি উপস্থিত ছিলেন। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা সমবায় কর্মকর্তা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথির ভাষনে জেলা প্রশাসক বলেন যে, সমবায়ের মাধ্যমে একতাবদ্ধভাবে কাজ করলে যে কোন বিষয়ে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। উপপ্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এ বছর ১৫০ হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ করা সম্ভব হয়েছে। পরবর্তীতে ৫৪৬ হেক্টর জমিতে তিনটি ফসল আবাদ করা সম্ভব হবে।

নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, অগ্রণী গন্ধব্যপুর সেচ উপপ্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ অগ্রণী গন্ধব্যপুর পাবসস লিঃ এরআনুষ্ঠানিকভাবে সভাপতির নিকট হস্তান্তর করছেন।

সম্পাদকীয়

মানুষের সীমাহীন ভোগস্পৃহা নিবারনে নিরন্তর গৃহীত অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে বিশ্ব পরিবেশ আজ মারাত্মকভাবে বিপন্ন। জাতিসংঘের উন্নয়ন গবেষণা পরিষদের এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, পরিবেশ দূষণের ফলে জীবজগতের ৪০% প্রজাতির অস্তিত্ব আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এ অবস্থা চলতে থাকলে মানবজাতিও এ বিপর্যয়ের হাত থেকে রেহাই পাবে না। অবস্থা যখন এতটাই ভয়াবহ তখন এ ধরণীর বুকে মানুষের অস্তিত্বকে নিরাপদে টিকিয়ে রাখতে আর কালক্ষেপণ না করে এখন থেকেই পরিবেশ দূষণ রোধ করা অপরিহার্য। দূষণ একেবারে রোধ করতে না পারলেও অন্তত: দূষণের মাত্রা কাঙ্খিত পর্যায়ে কমিয়ে আনতেই হবে।

পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন মহলের এ উপলব্ধি থেকেই গড়ে উঠেছে বিশ্ব পরিবেশবাদী আন্দোলন। আর বিশ্বব্যাপী পরিবেশ আন্দোলনকারীদের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ফলে বিশ্বজনতাও আজ পরিবেশ রক্ষার জন্য একতাবদ্ধ। এর সাথে সংহতি প্রকাশ করে জাতিসংঘও এবারের পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ঠিক করেছে 'জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলায় তোমার পৃথিবী তোমাকেই চায়'।

পরিবেশ রক্ষার এই জোরালো আন্দোলনের মাঝেও আমাদের মত দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। তবে উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবেশবান্ধব ও টেকসই করা আবশ্যক। কেননা এখন পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী কোন উন্নয়ন কার্যক্রম আর গ্রহণ করা যাবে না। এমতাবস্থায়, স্থিতিশীল কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পটি আমাদের সামনে খুলে দিয়েছে পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত।

এখানে প্রকল্পের শুরু থেকেই সম্ভাব্য উপকারভোগী জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা করার পাশাপাশি পরিবেশের উন্নয়ন সাধনেও সম্ভাব্য সব ধরণের প্রয়াস চালানো হয়ে থাকে। এর প্রতিফলন দেখা গেছে গত ১৮ জুন ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা পরিষদ কর্তৃক এলজিইডি অডিটরিয়ামে প্রদত্ত এক সেমিনারে। এতে দেখা যায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পটি পরিবেশের উপর উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রভাব না ফেলে সেখানকার মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

কৃষি, মৎস্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থানসহ দারিদ্র্য হ্রাসকরণে ভূমিকা

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, আন্তর্জাতিক কৃষি তহবিল (ইফাদ) ও নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় গৃহীত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপপ্রকল্পসমূহে ভূপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পেয়েছে যা দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রাজধানী
১৪ | SUNDAY 17 MAY 2009
সেচ সুবিধার আওতায় এলজিইডি সোয়া তিন লাখ হেক্টর জমি
সর্বত্র উন্নয়নের ছোঁয়া

আমাদের সময়
Third Edition
৭
কর্মসংস্থান হবে ১ কোটি লোকের: সাড়ে ৩ লাখ হেক্টর জমি উন্নয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে

প্রকাশনার ২৯ বছর
স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রতীক
দৈনিক শক্তি
এলজিইডি'র পানি সম্পদ প্রকল্প কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে

স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে প্রকল্পের প্রথম দফায় ১৯৯৫ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ২৮০টি উপপ্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দেশের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের ৩৭টি জেলার ১২৯টি উপজেলায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের কর্মকান্ড পরিচালনা ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণে অবদান রাখার উদ্দেশ্যে এ সময়ে স্থানীয় উপকারভোগীদের সম্পৃক্ত করে গঠিত হয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। এ প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনায় সফলতার প্রেক্ষিতে প্রকল্পের দ্বিতীয় দফায় ২০০২২০০৯ মেয়াদে দেশের ৬১ জেলার ২৯৭টি উপজেলায় ২৯৬টি উপপ্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১০ সালের মধ্যে উপপ্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মহানন্দা নদী থেকে পাম্প দিয়ে পানি উঠানোর দৃশ্য।

এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত উপপ্রকল্পগুলোতে বিভিন্ন আকারের ৯৮৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ, ১,৯৩০ কি:মি: খাল খনন ও পুনঃখনন, ১,১৮০ কি:মি: বন্যা ব্যবস্থাপনা বেড়িবাধ পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। কাঠামোসমূহের মাধ্যমে সর্বমোট ৩ লাখ ২৫ হাজার হেক্টর আবাদি জমি বন্যা ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা নিরসন ও সেচ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

এছাড়াও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলায় দশটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে যেগুলোর সাহায্যে পানি সংরক্ষণ করে রবি মৌসুমে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

রাজশাহী জেলার হাতনাবাদ উপপ্রকল্পের শাখা নালায় পানি প্রবাহিত করা হচ্ছে

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ১৯৯৯২০০৫ সাল পর্যন্ত সমাপ্ত উপপ্রকল্পসমূহে অতিরিক্ত ৪ লাখ ৪২ হাজার ১৭৮ টন দানাদার ও ৪ লাখ ৮০ হাজার ২১৮ টন অদানাদার শস্য উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া প্লাবিত জলাশয়ে ৮৯৩ টন এবং স্থানীয় জলাশয়ে ৮১৯ টন অতিরিক্ত মৎস্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এতে প্রকল্পের ৪ লাখ ৫ হাজার কৃষি খানা সরাসরি উপকৃত হয়েছে।

বর্তমানে তৃতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা চলছে। প্রকল্পটিতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, নেদারল্যান্ড সরকার ও ইফাদ অর্থায়ন করবে। এছাড়া জাপান সরকারের সহায়তায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকার ১৫ টি জেলায় ২১৫টি উপপ্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের আরও একটি প্রকল্পের কাজ চলছে।

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক মো. মশিউর রহমান, পিইঞ্জ জানান্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে একদিকে যেমন কৃষিখাতে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিসহ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে অপরদিকে তেমনই এলাকার দারিদ্র্য নিরসনেও সহায়তা করছে। সম্প্রতি বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায় যে, ২০১০ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি শেষ হলে বাস্তবায়িত উপপ্রকল্প এলাকার কৃষি পরিবারগুলো প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য জনগণও উপকৃত হবে।

গোদাগাড়ী, রাজশাহীর হাতনাবাদ সেচ উপপ্রকল্পের প্রদর্শনী প্লট

যৌথ পর্যালোচনা মিশনের পানি সম্পদ উপপ্রকল্প পরিদর্শন

ঢাকাস্থ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও রাজকীয় নেদারল্যান্ড দুতাবাসের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ ঋণ পর্যালোচনা মিশন দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য গত ১ থেকে ১১ জুন ২০০৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর করে। এ সময়ে মিশন সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জ জেলার মোট ছয়টি উপপ্রকল্প পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে মিশন সদস্যগণ উপপ্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময়সহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে আন্তরিক আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। মিশন প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি, চুক্তিবদ্ধ কাজের আদেশ প্রদান ও অর্থ ছাড়, সঠিক সময়ে প্রকল্প সম্পন্ন করার উপর বিশেষ জোর দেয় । সরেজমিনে পরিদর্শন কালে মিশন সর্বশেষ অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের অবস্থা ও যথা সময়ে নির্ধারিত অ্যাকশন প্ল্যান এবং ঋণচুক্তি শর্ত অনুসৃত হচ্ছে কি না তাও লক্ষ্য করে।

এডিবি ও নেদারল্যান্ডস এর যৌথ পর্যালোচনা মিশনের ধলাই উপপ্রকল্প পরিদর্শনে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ মশিউর রহমান, পিইঞ্জি, প্রকল্প পরিচালক SSWRDSP-2

চুক্তিবদ্ধ কাজের কার্যাদেশ দান ও অর্থ ছাড়করণ, প্রকল্পের জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যানের ভিত্তিতে জেন্ডার বিষয়ক কর্মকান্ড মূলধারায় বাস্তবায়ন পরিস্থিতি এবং নভেম্বর ২০০৯ পর্যালোচনা মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পরবর্তীকালে সম্পাদিত ভৌত কাজের অগ্রগতিতে বর্তমান মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে। মিশন সম্পাদনাধীন উপপ্রকল্পের বাস্তবায়ন সিডিউল বিশদভাবে পর্যালোচনা করে অসম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে এলজিইডি'র বিশেষ উদ্যোগ পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করলেও জমি সংক্রান্ত সকল পাওনার নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে তাঁদের পূর্ববর্তী উদ্বেগ পুনর্ব্যক্ত করে। একই সাথে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখের মধ্যে এ বৎসরের অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির সুপারিশ করে।

১১ জুন ২০০৯ তারিখে মিশনের র‍্যাপ আপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব, জনাব মনজুর হোসেন সভাপতিত্ব করেন। সভায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও সুপারিশ সংযোজিত করে খসড়া Aide Memoire চূড়ান্ত করা হয়।

যৌথ পরিদর্শন মিশনের বাঘাবিল উপপ্রকল্পের অবকাঠামো পরিদর্শন।

নেপালের এডিবি সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তা ও আবাসিক কর্মকর্তা দলের বাংলাদেশ সফর

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালক ও এডিবি সহযোগে গঠিত ১৭ সদস্যের একটি নেপালি দল ২ থেকে ৮ মে ২০০৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর করে। প্রতিনিধি দলের সফরের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় বাস্তবায়িত গ্রামীণ ও নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে জেন্ডার বিষয়ে অগ্রগতির সাফল্য, শহর এলাকার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, বস্তি উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীপুরুষ সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনের সাফল্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করা এবং সে দেশের কর্মকর্তাগণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণকে তাদের প্রকল্পে জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনায় অধিকতর দক্ষতার সাথে একিভূত করতে সমর্থ করে তোলা। মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছিল যেন অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশে এলজিইডি'র মত ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের জেন্ডার বিষয়ক কর্মকান্ডকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। ধরে নেয়া হয়েছিল যে, অভিজ্ঞতা লব্ধজ্ঞান জেন্ডার বিষয়কে নবধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে মূলধারাভুক্ত করবে এবং আঞ্চলিকভাবে জেন্ডারসম্পৃক্ত কর্মকান্ড বিস্তারে বর্ধিত প্রেরণা যোগাবে।

জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি (বাম থেকে দ্বিতীয়), জনাব মোঃ মশিউর রহমান, পিইঞ্জি, প্রকল্প পরিচালক SSWRDSP-2, সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, RIIP-2 (ডানে)।

সরেজমিনে পরিদর্শন শুরুর পূর্বে এডিবির বাংলাদেশ রেসিডেন্ট মিশন এক সেমিনারের মাধ্যমে নেপালী দলের সঙ্গে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। উক্ত সেমিনারে এলজিইডি কিভাবে জেন্ডার কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডে পরিণত করেছে সে সম্পর্কে তাদের অবহিত করা হয়। প্রকল্প পরিচালক, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, IWRMU (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মশিউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, RIIP-2 জনাব মাহবুবুর রহমান এবং প্রকল্প পরিচালক, UGIIP জনাব এস.কে.আমজাদ হোসেন এলজিইডি'র বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহে কিভাবে জেন্ডার বিষয়কে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে প্রতিষ্ঠানভূত করা হয়েছে তা উপস্থাপন করেন। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের চাপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাস্থ অগ্রণী ও নয়াগোলা সেচ এলাকা উন্নয়ন (CAD) উপপ্রকল্প পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন শুরু হয়।

সফরকারী দল সংশ্লিষ্ট পাবসস অফিসে পাবসস সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করে। প্রকল্প পরিচালক এসএসডব্লিউ২, পর্যবেক্ষক দলকে উপপ্রকল্পের উদ্দেশ্য, অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে কৃষকগণ কীভাবে উপকৃত হয় ও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে তা ব্যাখ্যা করেন। উপপ্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ করার বিষয় ও তার আলোচনায় স্থান পায়। নেপালী দলের সদস্যগণ পর্যবেক্ষণ সফরে জেন্ডার সম্পৃক্ত বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ ও সামর্থ্য জোরদারকরণ, নারীর প্রতি সবধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহার এবং নারী উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করে। সরেজমিনে পরিদর্শনে এলজিইডি'র বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রচেষ্টাসমূহে জেন্ডার বিষয়কে প্রাতিষ্ঠানীভূত করে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সমর্থ হয়। নেপালি দলের মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে ঢাকাস্থ প্রকল্প সদর দপ্তরের ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ধানক্ষেতে মাছ চাষ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বন্যা ব্যবস্থাপনা উপপ্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বর্ষা ও শীত মৌসুমে নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। বর্ষাকালে জলাশয়ে আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্যন্ত চার মাস দ্রুত বর্ধনশীল মাছের বড় পোনা মজুদ করে অল্প সময়ে বড় অংকের অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। তাছাড়া শীত মৌসুমেও ধানের সাথে মাছ চাষ করা যায়। ফলে বাড়তি ফসল হিসেবে মাছ পাওয়া যায়। এতে ধান চাষে খরচ কমার পাশাপাশি উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের অর্থায়নে ও মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে খুলনাস্থ বাগদা চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি প্রকল্পের সম্মেলন কক্ষে দুটি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণের ৩৩তম ব্যাচে নড়াইল সদর উপজেলার ভোমরদিয়া, বাগেরহাট সদর উপজেলার গোশালা এবং বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা উপপ্রকল্পের প্রতিটি থেকে ১০ জন করে মোট ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। ২৬২৮ মে ২০০৯ তারিখের প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো.সহিদুল হক, প্রকল্প পরিচালক, অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প এবং জনাব শংকর চন্দ্র সূত্রধর, সিনিয়র মৎস্যবিদ, এসএসডব্লিউ২।

প্রশিক্ষণের ৩৪তম ব্যাচে মেহেরপুর সদর উপজেলার নলবিল, রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার লক্ষীপুর খাল ও পুইজোর খাল উপপ্রকল্পের প্রতিটি থেকে ১০ জন করে মোট ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। ২৯৩১ মে ২০০৯ তারিখের প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. রফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় মৎস্য উপপরিচালক জনাব মো. সিরাজুল করিম এবং জনাব শংকর চন্দ্র সূত্রধর, সিনিয়র মৎস্যবিদ, দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প, এলজিইডি।

জনাব মো.সহিদুল হক, প্রকল্প পরিচালক অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন।

গবাদি পশু ও হাঁসমুরগি পালন প্রশিক্ষণ

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের উদ্যোগে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ায় ১৯২১ এপ্রিল এবং ২৮৩০ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে তিন দিনব্যাপী গবাদি পশু ও হাঁসমুরগি পালন বিষয়ে দুটি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন হয়। কোর্স দুটি পরিচালনা করেন ড. শেখ ফজলুল বারী, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং কোর্স সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন জনাব সমীর কুমার সরকার, উপপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া। দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের সিনিয়র কৃষিবিদ জনাব মো. সোহরাব হোসেন খান কোর্সের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন।

সামনে উপবিষ্ট সর্ব জনাব মো. হাবিবুর রহমান, ডা. সেখ ফজলুল বারী, মো. ফেরদৌস আলম, সমীর কুমার সরকার এবং পিছনে দাড়ানো প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

গবাদি পশু ও হাঁসমুরগি পালনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, এলাকায় প্রোটিনের ঘাটতি লাঘব ও দারিদ্র্য নিরসনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং পাবসস নারী সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করতে গৃহীত প্রশিক্ষণের প্রথম ব্যাচে বগুড়ার শেরপুর উপজেলাস্থ মানিকের খাল এবং জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার আমিরপুর বড়াইল উপপ্রকল্পের প্রতিটি থেকে কৃষি উপকমিটির ৫ জন পুরুষ এবং ১০ জন মহিলাসহ মোট ৩০ জন অংশগ্রহণ করে। দ্বিতীয় ব্যাচে জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার কাদিরপুর বাখারা এবং রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার হাতনাবাদ উপপ্রকল্প থেকে কৃষি উপকমিটির ৫ জন পুরুষ এবং ১০ জন মহিলাসহ মোট ৩০ জন অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে গবাদিপশু ও হাঁসমুরগির জাত পরিচিতি, জাত উন্নয়ন কৌশল, সুষম খাদ্য প্রস্তুত, আদর্শ বাসস্থান নির্মাণ কৌশল, সংক্রামক রোগ ও তার প্রতিকার এবং প্রাথমিক চিকিৎসা কলাকৌশল সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ধারণা দেয়া হয়।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি প্রকল্প

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত উপপ্রকল্পসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর জুলাই ২০০৭জুন ২০০৮ মেয়াদে 'ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপপ্রকল্পের পুনর্বাসন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এতে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে বাস্তবায়িত ৩২টি জেলার ১০২টি উপপ্রকল্পের উপকারভোগী জনগণকে সম্পৃক্ত করে সেগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে ইতোমধ্যেই পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০০৭০৮ বছরে ৭টি জেলায় প্রায় ৬৮ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। চলতি বছরে প্রকল্পের আওতায় ১৫টি নতুন হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণসহ ৭টি পুরাতন স্ট্রাকচার পুনর্বাসন, ৫০ কি:মি: বেড়িবাঁধ পুনর্বাসন এবং ৩৯ কি:মি: খাল পুন:খননের কাজ অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বেশ কিছু কাজ অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে উপপ্রকল্প এলাকার কৃষি, সেচ এবং মৎস্য চাষে ব্যাপক সফলতার পাশাপাশি দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পানি সম্পদ বার্তায় প্রকাশের জন্য সংবাদ, ফিচার, ছবি ও তথ্য আইডব্লিউআরএম ইউনিটে পাঠান।

হিয়ালার বিল পাবসস লিঃ এর গৃহীত উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম

গত ১৯-০৩-০৯ ইং তারিখে হিয়ালার বিল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) আনুষ্ঠানিকভাবে উপ-প্রকল্পটি গ্রহণ করার পর অবকাঠামো পরিচালনাসহ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলাধীন এ উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ৫০৭ হেক্টর এলাকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ৭৪৫টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে সরাসরি লাভবান হচ্ছে। পাবসসের মোট ৪২১ জন সদস্যের মধ্যে পুরুষ ২৯২ ও মহিলা ১২৯ জন। শেয়ার এবং সঞ্চয় বাবদ যথাক্রমে ৪২,১০০/- ১,১০,৯০০/- টাকা আদায় হয়েছে। নিজস্ব তহবিল থেকে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সমিতি নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করেছেঃ-

(ক) কৃষি কার্যক্রম

১. প্রদর্শনী প্লট হিসাবে লালদারপুর গ্রামে গোলাম রব্বানীর জমিতে বাউকুলের ২০ (বিশ) টি চারা রোপন করেছে।

২. মোঃ মোকছেদ আলীর জমিতে ধান ক্ষেতে মাছ চাষ করা হয়েছে।

৩. মোঃ নুরুল ইসলামের ক্ষেতে মাঠ পর্যায়ে সমন্বিত বালাই দমন (আই পিএম) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪. ২০ জন কৃষকের মাটির উর্বরতা পরীক্ষা করে স্বাস্থ্য কার্ড তৈরী করা হয়েছে।

(খ) মৎস্য কার্যক্রম

গত ২৭-০৯-০৮ ইং তারিখে হিয়ালার বিলের ১৭ একর খাস জলাশয় সমিতির অনুকূলে ৫ বছরের জন্য লীজ নেয়া হয়েছে।

১. বিলে রুই, কাতলা, মৃগেল, গ্রাসকার্প, সিলভার কার্প, মিরর কার্প, বাতা প্রভৃতি জাতের মাছ চাষ করা হচ্ছে।

২. দেশী জাতের মাছকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে ১ একর জলাশয়ে FHRC এর সহায়তায় মৎস্য অভয়াশ্রম গড়ে তোলা হয়েছে।

৩. মৎস্য চাষের জন্য স্থানীয় মৎস্যজীবিদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

৪. মৎস্য চাষে ১,৫০,০০০.০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

৫. ইতোমধ্যে ১,৭০,০০০.০০ (এক লক্ষ সত্তর হাজার) টাকার মাছ বিক্রয় করা হয়েছে। আগামী ছয় মাসে আরো ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকার মাছ বিক্রয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

(গ) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

হিয়ালার বিল সমিতি বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে ১,৬৭,০০০/- টাকা বিনিয়োগ করেছে। কৃষি উপকরন ক্রয়, ক্ষুদ্র ব্যবসা, রিক্সা ভ্যান, বসতবাড়ীর আঙিনায় সবজী চাষসহ আয়বর্ধনমূলক নানা কর্মসূচীতে এ অর্থ বিনিয়োগ হয়েছে। ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা ৬০ জন যার মধ্যে পুরুষ মাত্র ১৬ জন। সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ ৫০০০/- টাকা, সর্বনিম্ন ২০০০/- টাকা এবং সার্ভিস চার্জ বাৎসরিক ২০%। সর্বমোট ৪৮ কিস্তিতে সাপ্তাহিকভাবে এ টাকা আদায় করা হবে। এ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের হার ৯৫%।

(ঘ) দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন

গত ০৫-০৪-০৯ ইং তারিখে সমিতির অফিস প্রাঙ্গনে এক সাধারণ সভায় উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা (মে/০৯-এপ্রিল/১০ইং) বই চূড়ান্ত করা হয়। নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক হিয়ালার বিল পাবসস লিঃ এর সভায় উপস্থিত থেকে বার্ষিক দারিদ্র্য হ্রাসকরন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবাইকে একযোগে কাজ করার পরামর্শ দেন। পরিকল্পনাটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে তা উপ-প্রকল্প উপকারভোগীদের জীবনমান উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

(ঙ) বার্ষিক সাধারন সভা (২০০৭-২০০৮)

গত ০৪-০৫-০৯ ইং তারিখ রোজ সোমবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় সমিতির অফিস সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠে জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সাহেবের সভাপতিত্বে হিয়ালার বিল পাবসস লিঃ এর বার্ষিক সাধারন সভা (২০০৭-২০০৮) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ২০০৮-২০০৯ বছরের বাজেট উপস্থাপিত হলে বিস্তারিত আলোচনা শেষে আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদিত হয় ও ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের বাজেট পাশ করা হয়। সভায় নির্বাহী কমিটির সকল সদস্যসহ সাধারন সদস্যগণ ও প্রকল্পের সোসিও ইকোনোমিষ্ট জনাব মোঃ আবু সালেক খন্দকার উপস্থিত ছিলেন।

হারোল বিল উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর

গত ১৮ই মার্চ ২০০৯ ইং তারিখে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলাধীন হারোল বিল উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়। উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৫০৭ হেক্টর এলাকার ৪০৫টি পরিবার উপকৃত হবে। হারোল বিল পাবসস এর মোট ২২৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৩৬ জন পুরুষ এবং ৮৭ জন মহিলা। সদস্যদের নিকট থেকে এ যাবৎ শেয়ার বাবদ ২২,৩০০ টাকা এবং সঞ্চয় বাবদ ১৭,২০০ টাকা আদায় হয়েছে। সমিতির অস্থায়ী কার্যালয়ে বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক উপস্থিত থেকে উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৌশলসহ পাবসসের কার্যক্রম সক্রিয় ও টেকসই করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

হারোল বিল উপ-প্রকল্পের ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন চুক্তিনামা স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

পরিবেশ মেলায় এলজিইডির ১ম স্থান লাভ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও গত ৫ জুন ২০০৯ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়- 'Your Planet Needs You! Unite to Combat Climate Change' অর্থাৎ জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলায় তোমার পৃথিবী তোমাকেই চায়। দিবসটি পালনের জন্য বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে দুই দিনব্যাপী জাতীয় পরিবেশ মেলার আয়োজন করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। এলজিইডি উক্ত মেলায় অংশগ্রহণ করে পরিবেশ-বান্ধব নবায়নযোগ্য শক্তি প্রযুক্তি ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচী তুলে ধরে। নির্বাচক মন্ডলীর বিবেচনায়, মেলায় অংশগ্রহণকারী ৭৩ টি স্টলের মধ্যে এলজিইডি'র স্টলটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়ে ১ম স্থান অধিকার করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি এলজিইডি'র সাসটেইনেবল রুরাল এনার্জি প্রকল্পের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মীর তানভীর হোসেনের হাতে পুরস্কারের ক্রেষ্ট ও সনদপত্র তুলে দেন।

ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে আরও ১২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ

কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি বহুলাংশে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে। বর্ষা মৌসুমে সারা দেশে প্রায় ৫০ লক্ষ কিউসেক পানি পাওয়া গেলেও শুকনো মৌসুমে এর পরিমাণ মাত্র ২.৫ লক্ষ কিউসেক। অথচ বর্ষাকালের পানি সংরক্ষণ করে রবি মৌসুমে সম্পূরক সেচের মাধ্যমে অধিক জমিতে ফসল আবাদ করা সম্ভব। তাই এলজিইডি কৃষক পর্যায়ে কম ব্যয়ে লাগসই পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হয় এর এলজিইডি ১৯৯৪ সনে চীনা বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌথ কারিগরি টিমের মাধ্যমে রাবার ড্যাম নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই করে। কারিগরি টিমের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এলজিইডি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে পাইলট প্রকল্প আকারে কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদীতে ও ঈদগাঁও খালে দু'টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করে।

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় নির্মিতসোনাইছড়ি রাবার ড্যাম, রামু, কক্সবাজার।

এ পাইলট প্রকল্পের সাফল্যের প্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে শেরপুর জেলার "ভোগাই নদীতে রাবার ড্যাম কাম ব্রীজ নির্মাণ ও সংশি-ষ্টএলাকা উন্নয়ন প্রকল্প" গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্পসমূহের সাফল্যের ফলে পুনরায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জুলাই ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০৮ পর্যন্ত মেয়াদকালে এলজিইডি "ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে দশটি রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প" (দ্বিতীয় সংশোধিত) বাস্তবায়ন করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় দশটি জেলায় এগারোটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়।

ক্রঃ	উপজেলা	জেলা	ড্যামের নাম
১	চিরির বন্দর	দিনাজপুর	কাকড়া নদী রাবার ড্যাম
২	লোহাগড়া	চট্টগ্রাম	টংকাবতী খাল রাবার ড্যাম
৩	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	সোনাই নদী রাবার ড্যাম
৪	শ্রীপুর	গাজীপুর	কাওরাইদ নদী রাবার ড্যাম
৫	সোনারগাঁও	নারায়নগঞ্জ	ব্রক্ষপুত্র নদ রাবার ড্যাম
৬	গুরুদাসপুর	নাটোর	আত্রাই নদী রাবার ড্যাম
৭	ধোবাউড়া	ময়মনসিংহ	নিতাই নদী রাবার ড্যাম
৮	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	খাসিয়ামারা খাল রাবার ড্যাম
৯	সদর	মৌলভীবাজার	গোপলা নদী রাবার ড্যাম
১০	জুড়ি	মৌলভীবাজার	কন্টিনালা খাল রাবার ড্যাম
১১	সদর	পঞ্চগড়	তালমা নদী রাবার ড্যাম

প্রকল্পসমূহের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প" শিরোনামে একটি প্রকল্প গত ২ জুন ২০০৯ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ১৬,৭৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পটি এলজিইডি ও বিএডিসি যৌথভাবে বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পের মেয়াদ হবে জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৪। প্রকল্পের আওতায় দেশের ১১টি জেলার ১২টি উপজেলাতে ১২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে এলজিইডি বাস্তবায়ন করবে ১০টি এবং বিএডিসি ২টি রাবার ড্যাম।

এ ছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলায় দশটি রাবার ড্যাম নির্মিত হয়েছে। এ পর্যন্ত নির্মিত রাবার ড্যামগুলোর উপ-প্রকল্প এলাকায় পরিচালিত মূল্যায়নে দেখা যায়, রাবার ড্যামের কমান্ড এলাকায় প্রতি বছর অতিরিক্ত ১১,৩৪০ হেক্টর জমি চাষ করা হচ্ছে যা থেকে ৭৯,৩৩৭ টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদিত হওয়ার পাশাপাশি ১,৬৮,৫০০ জন-কর্মদিবসের সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলায় বাস্তবায়িত রাবার ড্যামসমূহ ঃ

ক্রঃ	উপজেলা	জেলা	ড্যামের নাম
১	রাংগুনিয়া	চট্টগ্রাম	শিলক খাল মরমের মুখ
২	সদর	কক্সবাজার	বাকখালী রাবার ড্যাম
৩	রামু	কক্সবাজার	বড় জংছড়ি রাবার ড্যাম
৪	রামু	কক্সবাজার	সোনাইছড়ি রাবার ড্যাম
৫	উখিয়া	কক্সবাজার	পাগলির বিল- রাবার ড্যাম
৬	চকোরিয়া	কক্সবাজার	খুটাখালী রাবার ড্যাম
৭	পেকুয়া	কক্সবাজার	টেটং-সোনাইছড়ি রাবার ড্যাম
৮	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	বুরাঘাট রাবার ড্যাম
৯	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	কুরাংগী রাবার ড্যাম
১০	সদর	সুনামগঞ্জ	ধলাই রাবার ড্যাম

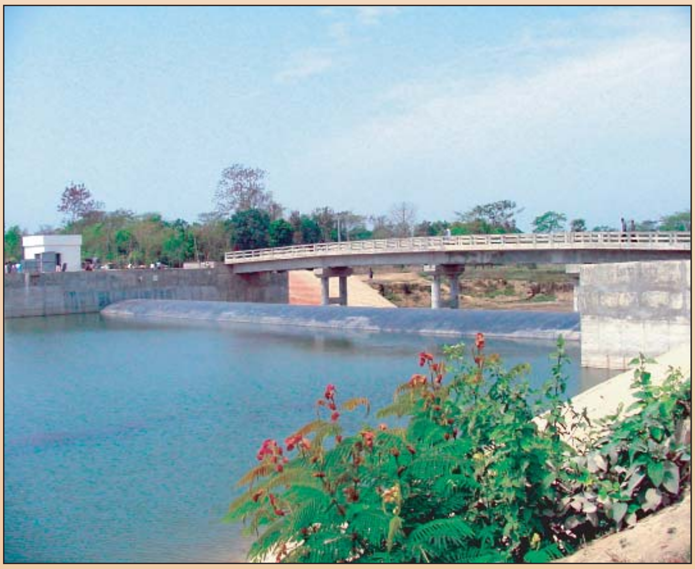

ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে ১০টি রাবার ড্যাম প্রকল্পের আওতায় নির্মিত টংকাবতী রাবার ড্যাম কাম ব্রীজ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন উপ-প্রকল্পসমুহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল প্রণয়ন বিষয়ক চূড়ান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি (বাম থেকে চতুর্থ), জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি (ডান থেকে দ্বিতীয়), জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক, জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, IWRMU (বাম থেকে তৃতীয়), জনাব মোঃ মশিউর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) IWRMU ও প্রকল্প পরিচালক (ডান থেকে দ্বিতীয়)।

২১ মে ২০০৯ তারিখে এলজিইডি'র সম্মেলন কক্ষে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন উপ-প্রকল্পসমুহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল প্রণয়ন বিষয়ক চূড়ান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির প্রতিনিধিসহ এলজিইডি, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

প্রস্তাবিত অংশগ্রহনমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্প প্রণয়নে এবং LGED'র অন্যান্য পানি সম্পদ প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয় সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সহায়তা করার জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৮ ইং দুই মাসব্যাপী ১ম ও ২য় পর্যায়ে ১৫টি হস্তান্তরকৃত উপ-প্রকল্পের উপর এক সমীক্ষা পরিচালনা করে। পরবর্তীতে প্রকল্পের বর্তমানে প্রচলিত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ম্যানুয়াল অধিকতর উন্নত ও চূড়ান্ত করার জন্য পরামর্শক দল তিনটি Pilot উপ-প্রকল্পের উপর চার মাসব্যাপী নিবিড় সমীক্ষা চালান।

সমাপ্ত উপ-প্রকল্পগুলোর উপর পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে হস্তান্তর পরবর্তী সময়ে অবকাঠামো থেকে সর্বাধিক এবং দীর্ঘস্থায়ী সুফল পেতে হলে উপ-প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধনে অধিকতর উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণ, দক্ষ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলের যোগান, পাবসস কর্তৃক অর্থ সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহ এবং কৃষক ও কৃষি জমির মালিকদের প্রকল্পের উপর নির্ভরশীলতার মনোভাব ও রক্ষণাবেক্ষণে তাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে।

সমীক্ষা পরিচালনার সময় পরামর্শক দল বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর সাথে ব্যাপক মত বিনিময়, উপকারভোগী খানা শুমারীর মাধ্যমে ভূমির মালিকানার শ্রেণীবিন্যাস, কৃষি জরিপ, তহবিল সংগ্রহে পাবসস কর্তৃক গৃহীত বর্তমান উদ্যোগ ইত্যাদি বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে জরিপ ও কর্মশালায় প্রাপ্ত সকলের মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় পানি নীতি ও অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন একটি কার্যকর ও মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগোপযোগী পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল নীতিমালা চূড়ান্ত করে কর্মশালায় প্রতিবেদন আকারে পেশ করেন।

প্রণীত এই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল ২০১০ সাল থেকে বাস্তবায়িতব্য অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্পে অনুসৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জানিগাঁও-পৈন্দা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর ঋণ বিতরণ, শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান ও বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠান

গত ৬ জুন, ২০০৯ সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন জানিগাঁও-পৈন্দা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর ঋণ বিতরণ, শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানসহ বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়। সমিতির সভাপতি জনাব হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের সোসিও ইকোনমিষ্ট মোঃ মিজান সরকার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব বিপুল চন্দ্র বনিক, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সুনামগঞ্জ। তিনি বলেন টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করতে সাংগঠনিক শক্তির কোন বিকল্প নেই। নিয়মিত শেয়ার, সঞ্চয় আদায়, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান, তহবিল গঠন ও এর বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি অনুষ্ঠান শেষে সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ, শেয়ার সার্টিফিকেট ও পামওয়েল চারা বিতরণ শেষে চারা গাছ রোপন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে জনাব আবুল কাশেম, সেক্রেটারী, খায়রুল সহ-সভাপতি, জনাব মাহবুবুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী, জনাব মারুফ এসওই, জনাব মাসুদ আহমেদ, উপজেলা সমবায় অফিসার সুনামগঞ্জ সদর ও বক্তব্য রাখেন।

জানিগাঁও-পৈন্দা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর ঋণ বিতরণ, শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান ও বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠান

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের PRA কার্যক্রম শুরু

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক জরীপ সম্পন্নকৃত উপ-প্রকল্পসমূহে অংশগ্রহণমূলক গ্রাম সমীক্ষা (PRA) শুরু করা হয়েছে। ২১৫টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে গৃহীত এ প্রকল্পের PRA করার জন্য কয়েকটি কনসালটিং ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে। এসকল ফার্মের মধ্যে সুহৃদ বাংলাদেশ, টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট লিঃ, এনভারওমেন্ট, এগ্রিকালচার এন্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লিঃ, এইচবি কনসালটেন্ট লিঃ অংশ গ্রহণমূলক গ্রাম সমীক্ষা কাজ পরীক্ষা করছে। এছাড়াও উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও নকশা প্রণয়নের জন্য ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্টস লিঃ, দেশ উপদেশ লিঃ, ডিজাইন প্ল্যানিং ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টস লিঃ, এইচবি কনসালটেন্টস লিঃ, এম/এস মডার্ন ইঞ্জিনিয়াস প্ল্যানাস এন্ড কনসালটেন্টস লিঃ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ সোসাল রিসার্স লিঃ কাজ করে যাচ্ছে। জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী, জুনিয়র ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ার, কমিউনিটি পার্টিসিপেশন, উপজেলা প্রকৌশলী ও কমিউনিটি অর্গানাইজারসহ উপ-প্রকল্প এলাকার চেয়ারম্যানবৃন্দ, ইউপি সদস্য ও সাধারন জনগণ সার্বিক সহযোগিতা করবেন। আশা করা যায় PRA এবং সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে পরবর্তী কার্যক্রম অতিসত্বর শুরু হবে।

সম্পাদকঃ মোঃ আনোয়ারুল হক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট। এলজিইডি প্রধান কার্যালয়, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬), শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। ফোনঃ ৯১২৭১৬৩, ফ্যাক্সঃ ৯১৩২০৬১, ই-মেইলঃ gmpatwary@yahoo.com, মোঃ মশিউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত।